আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়া আয়োজিত সম্বর্ধনায় পূর্ত প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান খাঁন

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সরকারের মেয়াদকালের মধ্যেই সম্পন্ন হবে

সিডনি,২৭ মেঃ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়া গত ২৬মে, বুধবার সন্ধ্যা ৭টায়,হোটেল হলিডে ইন এয়াপোর্ট-এ গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও পূর্তমন্ত্রী আব্দুল মান্নান খাঁন এমপি-এর সম্মানে এক নাগরিক সম্বর্ধনার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়া'র সাধারন সম্পাদক পিএস চুন্নু প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান খাঁন এমপিসহ অন্যান্য বিশেষ অতিথিদেরকে মঞ্চে আসন গ্রহনের জন্য আহবান জানান। এপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন অস্ট্রেলিয়া আওয়ামীলীগের সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারী গিয়াস উদ্দিন মোল্লা।

অস্ট্রেলিয়া আওয়ামীলীগের সভাপতি ব্যারিস্টার সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ম্যাকুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ড. বোরহান উদ্দিন, প্যারাম্যাট্টা সিটি কাউন্সিলর প্রবীর মৈত্র, আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়ার প্রধান উপদেষ্টা গামা আব্দুল কাদির।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান খাঁন বলেন, আপনারা যারা প্রবাসে থাকেন তারাই দেশের সত্যিকারের চালিকাশক্তি। আপনাদের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনাদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে। তিনি শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের গৃহীত বিভিন্ন গনমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ডের উল্লেখ করেন। সম্বর্ধনার জবাবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান খাঁন বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। এরজন্যে সংসদের প্রথম অধিবেশনেই এ ব্যাপারে একটি সর্ব সম্মত প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার ঠিক করার কারন অনেকদিন নানাভাবে এটিকে আটকে রাখা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর পাঁচ খুনির ফাঁসি এরমাঝে কার্যকর করা হয়েছে। বিদেশে পলাতকদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। এখন বিডিআর হত্যা মামলার বিচারের কাজ চলছে। কাজ শুরু করেছে যুদ্ধাপরাধীদের অপরাধ অনুসন্ধানের ট্রাইব্যুনাল। তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দেবার পর পর সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেফতার করা হবে। এবং এই বিচারে দীর্ঘ সময় নেয়া হবে না। আশা করা যাচ্ছে বর্তমান সরকারের মেয়াদকালের মধ্যেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শেষ করা সম্ভব হবে।এ ছাড়াও তিনি উপস্থিত সুধীবৃন্দের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

এছাড়া তিনি ঢাকাকে বসবাস উপযোগী করে তোলার জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের উল্লেখ করেন। এরমধ্যে যানজট নিরসনে বিভিন্ন সংযোগ সড়ক, ফ্লাইওভার নির্মানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই সরকারই প্রথম অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে লটারীর মাধ্যমেসুন্দর ভাবে প্লট বরাদ্দ করেছে। স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য সরকারীভাবে ফ্ল্যাট নির্মানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রাজধানী ঢাকার ওপর চাপ কমানোর জন্য ঢাকার আশে-পাশে আরও কয়েকটি সিটি গড়ে তোলার ওপর সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কথা বলেন।তিনি অস্ট্রেলিয়া প্রবাসীদেরকে গৃহায়ন ও বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগের জন্য উদাত্ত আহবান জানান।এ ব্যাপারে সব ধরনের সাহায্য প্রদানেরও প্রতিশ্রুতি দেন।

সিডনি প্রবাসীদের পক্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়া আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক লিযাকত আলী লিটন মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। মাননীয় প্রধান অতিথির সহ-ধর্মিনী সৈয়দা হাসিনা সুলতানাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান অস্ট্রেলিয়া আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক খান আব্দুল বারেক।

সবশেষে শেষে সভাপতি ব্যারিস্টার সিরাজুল হক উপস্থিত সকলকে নৈশভোজে আমন্ত্রন জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।